ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

ফিচার-৪৭
তীর্থমুখ, ১১ জানুয়ারি, ২০১৯

তীর্থমুখ ঃ ঐক্য সংহতি সম্প্রীতি ঐতিহ্যের কোলাজ

।। তপন দাস ।।

রাইমা আর সাইমার জলধারা মিলেমিশে সৃষ্টি করেছে আমাদের গর্বের গোমতী নদী। তেমনি এই দুই জলধারার মিলনক্ষেত্র তীর্থমুখ হয়ে উঠেছে বহু মানুষের মিলনভূমি, পূণ্যভূমি। প্রতি বছরই পৌষ পার্বণ উপলক্ষে তীর্থমুখে অনুষ্ঠিত হয় পৌষ সংক্রান্তি মেলা। আমাদের রাজ্যের অনেক উৎসবের মতো এই মেলা ও উৎসব ইতিমধ্যেই রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বহির্রাজ্যের মানুষের হৃদয়েও স্থান করে নিয়েছে। তেমনি তীর্থমুখ, ডম্বুরলেকের অফুরান জলরাশিতে নৌকাবিহার ও মনোরম নারকেলকুঞ্জ হয়ে উঠেছে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

গোমতী নদীর উৎসস্থল তীর্থমুখে কবে থেকে পূণ্যস্নান, পিতৃ তর্পণ এবং অন্যান্য রীতি রেওয়াজ শুরু হয়েছিল সেই তথ্য এখনো অজানা। জানা যায় প্রথমদিকে জনজাতির মানুষ এসব রীতি রেওয়াজ শুরু করেন। কালক্রমে জাতি-জনজাতিসহ সব অংশের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তীর্থমুখ এখন মিলন মেলায় রূপ পেয়েছে। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাকে কেন্দ্র করে শুধু রাজ্যের নয়, বহির্রাজ্যের অগণিত পূণ্যার্থী ও পর্যটকরাও সারা বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এই উৎসব ও মেলার জন্য। সকলের কাছে এই উৎসব বা মেলা এখন সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের শাশ্বত উৎসব হিসাবে পরিগণিত। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলা আগামী ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি তীর্থমুখে অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় তীর্থমুখ মুক্তমঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আনুষ্ঠানিকভাবে এই মেলার উদ্বোধন করবেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তীর্থমুখ, ডম্বুর জলাশয়, নারকেল কুঞ্জ, ডম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিয়েছে। রাজ্য সরকার এই পর্যটন ক্ষেত্রকে ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অভিনব প্রয়াস ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক সংলগ্ন উদয়পুর-ব্রক্ষ্মবাড়ির বাঁ দিক দিয়ে সড়ক পথে অমরপুর- নতুনবাজার-যতনবাড়ি হয়ে সরাসরি তীর্থমুখে মেলা প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। উদয়পুর থেকে দূরত্ব আনুমানিক ৭০ কিলোমিটার। আবার তীর্থমুখ থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে অতিক্রম করলেই নজরে আসবে মন্দির ঘাট। মন্দির ঘাট থেকে জলপথে নৌ বিহারে যাওয়া যাবে নারকেলকুঞ্জে। যা ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে এক আকর্ষণীয় স্থান।

*****২য় পাতায়*

প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে গোমতীর উৎসমুখ তীর্থমুখে সমবেত হন। মেলাকে কেন্দ্র করে এখন তীর্থমুখ নতুন সাজে সেজে উঠেছে। মেলা প্রাঙ্গণে আলোকসজ্জার কাজ চলছে। মেলাকে সফল করতে চলেছে জোর প্রস্তুতি। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মেলায় পূণ্যার্থীদের সহায়তা করার দায়িত্বে রয়েছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পুলিশ প্রশাসন। মেলার দিনগুলি আনন্দমুখর এবং শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও তার রূপায়ণ নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকছে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা। থাকবে পূণ্যার্থীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপক সংস্থার সব ধরণের ব্যবস্থা। এছাড়া পূণ্যার্থীরা যাতে মেলায় আসতে পারেন তারজন্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে অস্থায়ী শৌচাগার তৈরী করা হয়েছে। এদিকে পূণ্যার্থীদের আনন্দ দানের লক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে তীর্থমুখ মুক্তমঞ্চে সারারাতব্যাপী বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের সব জাতিগোষ্ঠীর শিল্পীরা হজাগিরি নৃত্য, সাংগ্রাই নৃত্য, ওয়া নৃত্য, লেবাং বুমানি, মামিতা নৃত্য, বিজু নৃত্য, মহিষাসুরমর্দিনী, বিহু নৃত্য, ককবরক গান ও নৃত্য, বাউল ও লোক সংগীত, প্রভাতী কীর্তন ইত্যাদি পরিবেশন করবেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। এই মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ১টি উপদেষ্টা কমিটি, ১টি পরিচালন কমিটি এবং কাজের সুবিধার্থে কয়েকটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা। কনভেনার হয়েছেন করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ পাল। সব মিলিয়ে রাইমা সাইমার মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সব মানুষের মিলন মেলা। ঐক্য, সংহতি সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের কোলাজ।

****